দর্শনায় তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের মারামারি: আহত ৫ জন

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দু’পক্ষের মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ হয় এবং তার একপর্যায়ে বাজার কমিটি অফিস ভাঙচুর করা হয়। এ ঘটনায় ৫ জন গুরুতর আহত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকাল ৪টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। আহতরা হলেন- দর্শনা পুরাতন বাজারের মৃত গনি মিয়ার ছেলে মাংশ দোকানী মোঃ কালু মিয়া (৩৫), আজিমপুরের মৃত বাবু মিয়ার ছেলে রয়েল এক্সপ্রেস পরিবহনের হেলপার মোঃ আসলাম হোসেন (৩০), সুপারভাইজার ও মটর শ্রমিকের নেতা জাকির হোসেন (৪৬), রেল বাজার দোকান মালিক সমিতির মেম্বর শরীফ মেম্বর সহ বেশ কয়েকজন আহত হয়।

জানা গেছে, গতকাল শুক্রবার সকাল ৯ টার দিকে দর্শনা-মুজিবনগর সড়কে মনোরঞ্জন মার্কেটের সামনে পরিবহন বাস ঘোরানোর সময় সেখানে থাকা রেল বাজারের কালু কশাই এর দোকানের সুজন নামের একজনের সাথে রাস্তা থেকে ভ্যান সরানো নিয়ে তর্ক বির্তক সৃষ্টি হয় পরিবহনের আসলামের সাথে এবং তারই একপর্যায়ে আসলামকে মারধর করে সুজন। পরে স্থানীয়রা মারামারি থামিয়ে দেয়। তবে এ ঘটনায় পরিবহনের আসলাম বেশ অনেকটাই আহত হয়।

এরপর বিষয়টি সমাধানের জন্য মটর শ্রমিক ও রেল বাজার দোকান মালিক সমিতির মধ্যে আলোচনা হয় এবং শুক্রবার বিকাল ৩ টায় রেল বাজার দোকান মালিক সমিতির কার্যালয়ে দুই পক্ষ নিয়ে বসা হয়। সমাধানের এক পর্যায়ে মটর শ্রমিকের পক্ষে একজন বহিরাগত দোকান মালিক সমিতির মেম্বরের সাথে উচ্চস্বরে রাগান্বিত হয়ে কথা বলার একপর্যায়ে অফিসের চেয়ার তুলে মারামারি হট্টগোল শুরু হয়ে যায় দোকান মালিক সমিতির কার্যালয়ের মধ্যে।

এ ঘটনায় অফিসের চেয়ার-টেবিল ভাঙচুর করা হয় এবং সেখান থেকে নগদ টাকা ও মোবাইল ফোন ছিনতাইয়ের অভিযোগও করা হয় মটর শ্রমিকের লোকজনের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে দর্শনা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে এ ঘটনায় রেল বাজার দোকান মালিক সমিতির পক্ষ থেকে

আল্টিমেটাম দেওয়া হয় দ্রুত দোষীদের গ্রেফতার করে আইনের আওতায় না আনা হলে রেল বাজারের সকল দোকান বন্ধ করে রাখার হুশিয়ারী দেন।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী হাসান বলেন, বিষয়টি জানতে পেরে তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থলে পুলিশ ফোর্স পাঠিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করা হয়। আর এ ঘটনায় দুই পক্ষ থেকে দুইটা লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। আমাদের পুলিশ ফোর্স টহলে আছে এবং আইনী বিষয়ে পুলিশ সতর্ক অবস্থানে আছে।

আলমডাঙ্গায় তুচ্ছ ঘটনায় বড় ভাই ও ভাবীকে কুপিয়ে জখম

আলমডাঙ্গার বাঁশবাড়িয়ায় তুচ্ছ ঘটনায় বড় ভাই ও বৌমাকে গুরুতর জখম করলেন ছোট ভাই ও তার ছেলে। বাদীর অভিযোগ কালক্ষেপণ করছে তদন্ত কর্মকর্তা।

আলমডাঙ্গা বাঁশবাড়িয়ায় তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে বড় ভাই আবুল কালাম (৪৮) ও তার স্ত্রী লতা (২০) কে গুরুতর জখম করলেন ছোট ভাই আলম (৪৫) ও তার ছেলে ইমন (২১)। এ বিষয়ে ভুক্তভোগী কালামের ছেলে ও লতার স্বামী তরিকুল (২৭) বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

গত শুক্রবার ঘটনাটির সূত্রপাত হয় সেচস্পাম্প মেশিনের কিছু নতুন যন্ত্রাংশ চুরি হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে। আবুল কালামের পানের বরজে নষ্ট হয়ে থাকা সেচপাম্প মেশিন ঠিক করার জন্য কিছু নতুন যন্ত্রাংশ কেনা হয়। যা নষ্ট মেশিনের পাশে রাখা ছিল বলে জানা যায়। এ সময় কালামের ছোট ভাই আলমের ছেলে ইমন ওখানে আসে তখন মেশিনের পাশে কেউ ছিলো না। বরজ থেকে ইমনকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় বাদী তরিকুল দেখে। দুইজনের মধ্যে মেশিন ঠিক করার বিষয়ে কথাবার্তা হয়। ইমন বরজ থেকে বেরিয়ে গেলে মেশিনের কাছে কোন নতুন যন্ত্রাংশ না পেয়ে তরিকুল তার বাবা আবুল কালামকে জানাই।

সেচপাম্পের নতুন যন্ত্রাংশ না পাওয়ায় আবুল কালাম ছোট ভাইয়ের

ছেলে ইমনকে জিজ্ঞাসা করতে গেলে ঘটনাটি বাগ-বিতণ্ডায় রূপ নেয়। পরবর্তীতে ছোট ভাই আলম ও তার ছেলে ইমন রাগান্নিত অবস্থায় লাঠিসোটা নিয়ে কালামের মাথায় আঘাত করে, বাদী তরিকুল বাবাকে বাঁচাতে গেলে তাকেও আঘাত করে বিবাদীরা।

শশুর এবং স্বামীকে গৃহবধূ লতা বাঁচাতে গেলে, চাচা শ্বশুর আলম এবং চাচাতো দেবর ইমন উভয়ই লতাকে বাঁশ দিয়ে আঘাত করলে মাথা ফেটে রক্তাক্ত অবস্থায় ফেলে রেখে বিবাদীরা পালিয়ে যায়। গুরুতর জখম অবস্থায় কালাম, ছেলে তরিকুল, বৌমা লতাকে এলাকাবাসী উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হারদীতে ভর্তি করে। সকলেই এখন চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছে বলে জানা যায়। এরমধ্যে তরিকুল কিছুটা সুস্থ হয়ে, অভিযোগ দায়ের করে বলে জানা যায়।

তরিকুল কিছুটা অভিযোগের সুরে সাংবাদিকদের কে জানান, আলমডাঙ্গা থানার এস আই নিয়ামুল তদন্তের নামে সময়ক্ষেপণ করছেন। এদিকে বিবাদী পক্ষ তাদেরকে বিভিন্ন হুমকি দিয়ে আসছেন বলে জানান।

এ বিষয়ে দ্বায়িত প্রাপ্ত কর্মকর্তা এস আই নিয়ামুল তার প্রতি তরিকুলের অভিযোগ অস্বীকার করেন।

তবে ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন বলেন, “অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চলমান রয়েছে। ঘটনাস্থল পরিদর্শন, বাদী ও বিবদী, প্রত্যক্ষদর্শী ও এলাকাবাসীদের সাক্ষ্যগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। অল্প সময়ের মধ্যে তদন্ত রির্পোট প্রদান করে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সম্মন্বয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”

গাংনীতে তুচ্ছ ঘটনায় এক ব্যক্তিকে দা দিয়ে কু*পি*য়ে জখম

গাংনী উপজেলার মহব্বতপুর গ্রামে তুচ্ছ ঘটনায় বাড়ির উপর গিয়ে মেজর
(৩২) নামের এক ব্যক্তিকে ধারাল দা দিয়ে কুপিয়ে জখম করেছে

প্রতিপক্ষ।

গুরতর জখম মেজর মাথায় ১৮ টি সেলাই নিয়ে এখন গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্◌্◌ের চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তার অবস্থা আশংকাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক।

আহত মেজর মহব্বতপুর গ্রামের মধ্যপাড়া এলাকার সিরাজুল ইসলামের ছেলে। ঘটনাটি ঘটেছে আজ রবিবার বিকাল সাড়ে চারটার দিকে।

আহত মেজর জানান, বাড়ির পাশে পথের ধারেই আমার প্রতিবেশী হারান আলীর ছেলে মেজবার আলীর বাঁশ বাগান রয়েছে। একটি বাঁশ পথের উপর হেলে পড়াই পথচারিরা নানাভাবে ভোগান্তির শিকার হচ্ছিল। গতকাল দুপুরে পথটি পরিস্কার করার জন্য হেলে পড়া বাঁশটি কেটে বাগানেই রেখে দিই। বিকালের দিকে বাঁশ বাগানের মালিক মেজবার আলী হাতে ধারালো দা হাতে আমার বাড়িতে অবৈধভাবে প্রবেশ করে আমার মাথায় কোপ মারে। এতে আমি রক্তাক্ত জখম হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ি। আমার আত্মচিৎকারে প্রতিবেশীরা ছুটে আসলে মেজবার পালিয়ে যায়।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগে কর্মরত চিকিৎসক সীমা বিশ্বাস বলেন, আহত মেজরের মাথায় ১৮ টি সেলাই দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে সে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, মেজবার আলী পেশায় ভ্যান চালক। এর আগে গরু ও ছাগল চুরির অপরাধে তার বিরুদ্ধে স্থানীয়ভাবে শালিস বৈঠক হয়েছে। শালিস বৈঠকে সে একাধিকবার জরিমানা দিয়েছে। এছাড়া গাংনীতে আলগামন চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল। এলাকার অনেক মানুষকে বিনা কারনে সে মারধর করে থাকে। তার ভয়ে এলাকার মানুষ কথা ও প্রতিবাদ করতে সাহষ পাইনা।

মেজরকে জখম করার অপরাধে গাংনী থানায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি নিচ্ছেন ভিকটিম।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজুল ইসলাম বলেন, অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আলমডাঙ্গায় তুচ্ছ ঘটনায় শাশুড়িকে কুপিয়েছে পুত্রবধূ ইয়াসমিন

আলমডাঙ্গায় তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে শিপালী খাতুন (৪৮) নামের এক নারীকে কুপিয়েছে তারই পুত্রবধূ ইয়াসমিন।

গতকাল শনিবার আলমডাঙ্গা উপজেলার চিৎলা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আহত শিপালী খাতুন একই গ্রামের বউবাজার পাড়ার ইয়াকুব আলীর স্ত্রী।

জানা গেছে, সাংসারিক টুকিটাকি কাজ নিয়ে পুত্রবধূ-শাশুড়ির মধ্যে মনোমালিন্য হওয়ায় সকালে বটি দিয়ে শাশুড়ীকে কুপিয়েছে পুত্রবধূ। পরে স্থানীয়দের সহযোগিতায় শেফালীকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. ওয়াহেদ মাহমুদ রবিন বলেন, শিপালী খাতুনের মাথায় চারটি সেলাই দেয়া হয়েছে। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে ভর্তি করা হয়েছে।

গাংনীর কাথুলীতে তুচ্ছ ঘটনায় চার পরিবারের বিরুদ্ধে মামলা

গাংনীর কাথুলী গ্রামের মধ্য পাড়ায় ছাগলে একটি গাছ খাওয়াকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ অগ্নীসংযোগ ও শ্লীলতা হানীর ঘটনায় চারটি পরিবারের মধ্যে চলছে নানা উত্তেজনা ও মামলাবাজি। চারটি পরিবার দফায় দফায় একে অপরের বিরুদ্ধে মোট সাতটি মামলা করেছে। রয়েছে একটি জিডির ঘটনা। গ্রাম্য প্রতিহিংসায় মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দফায় দফায় হয়রানী করা হচ্ছে এমন দাবী তুলে সংবাদ সম্মেলন করেছে ভুক্তভোগী আব্দুল মজিদ। শনিবার সকালে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য দেন আব্দুল মজিদ।

পরিবার চারটি সকলেই নিজেদেরকে নির্দোষ দাবী করলেও পুলিশ বলছে, মামলাটি তদন্তে একটি পরিবারকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর খেলায় মেতেছে অন্য দুটি পরিবার। তাছাড়া আরো একটি মামলা তদন্ত করা হচ্ছে।

সংবাদ সম্মেলনে জানায়, গ্রামের আব্দুল মজিদের বাড়ির পাশে লাগানো ধুন্দুল গাছ খেয়ে ফেলে প্রতিবেশী আমিরুলের স্ত্রী মেমেজানের ছাগলে। এ নিয়ে উভয় পরিবারের মধ্যে ঝগড়া ও হাতাহাতির ঘটনা ঘটে। এ নিয়ে আমিরুল ইসলাম বাদি হয়ে আব্দুল মজিদের ভাই আব্দুর রহমান ওরফে খোকনের নামে মামলা করেন মেহেরপুর আদালতে। ওই মামলার ইন্ধন দাতা প্রতিবেশী হাফিজুল ও তার স্ত্রী মেমেজান। এ নিয়ে চারটি পরিবারের মধ্যে মামলা ও জিডির ঘটনা ঘটেছে সাতটি।

সর্বশেষ গত বুধবার মধ্যরাতে হাফিজুলের বাড়ির পাশে রক্ষিত পাটকাঠির গাঁদায় আগুন লাগে। এতে হাফিজুলের পাঠকাঠির সাথে মজিদের দোকান ঘর পুড়ে যায়। আব্দুল মজিদকে আবারো মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর জন্য নিজের পাটকাঠির গাদায় নিজে আগুন লাগিয়ে হৈচৈ শুরু করে হাফিজুল ও তার স্ত্রী মোমেজান। পরে স্থানীয়রা ছ’টেগিয়ে পানি ঢেলে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। এঘটনায় আবারো আব্দুল মজিদের বিরুদ্ধে মামলার হুমিকি দিচ্ছে হাফিজুল ইসলাম। আবারো নতুন মামলার ভয়ে আতংকিত আব্দুল মজিদ ও তার পরিবারের লোকজন।
এ নিয়েও উভয় পক্ষের মধ্যে চলছে উত্তেজনা। যে কোন সময় বড় ধরনের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটতে পারে বলে আশংকা করছেন স্থানীয়রা।

আব্দুল মজিদ জানান, তার বাড়ির পাশের ধুন্দল গাছ খেয়ে ফেলে প্রতিবেশী আমিরুলের স্ত্রী মেমেজানের ছাগলে। এ নিয়ে উভয় পরিবারের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়। এরই জের ধরে মেমেজান বাদী হয়ে তার ভাই আব্দুর রহমান ওরফে খোকনকে বিবাদী করে মোকাম বিজ্ঞ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনাল মেহেরপুরে একটি মামলা করেন। যার নম্বর-১০৯/২০২২, তাং ০৫/০৭/২২ ইং। মামলায় দাবী করা হয়, মেমেজানকে ধর্ষন করার চেষ্টা করা হয়। একই দিনে মেমেজানের স্বামী আমিরুল ইসলাম আরো একটি মামলা করেন। ওই মামলার এজাহারে দাবী করা হয়, তার স্ত্রীকে মারধর করে শ্লীলতা হানীর পাশাপাশি আব্দুল মজিদ ও তার লোকজন মেমেজানকে ব্যাপক মারপিট করে হত্যার চেষ্টা চালায়।

বিজ্ঞ আদালত মামলাটি আমলে নিয়ে গাংনী থানা পুলিশকে তদন্ত দিলে পুলিশ ধর্ষনের চেষ্টা ও মারপিটের কোন ঘটনা ঘটে নাই বলে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেন। এতে না রাজি দেন মেমেজান। পরে মামলাটির তদন্ত